এই ছোট পুস্তিকাটি আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ এর কাছ থেকে অনুমতিক্রমে নুরুল কুরআন একাডেমির 'প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষা ফ্রি কোর্স' এর সিলেবাস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছো।

নূরুল কুরআন একাডেমি বর্তমান সময়ে অভিজ্ঞ উস্তাযদের তত্ত্বাবধানে অনলাইনে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের একটি বিশ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে এটি দ্বীনদার ভাই-বোনদের কাছে আস্থা ও ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের রয়েছে বিভিন্ন ফ্রি ও পেইড কোর্সসমূহ। পেইড কোর্সগুলো পুরুষ মহিলা উভয়ের আলাদা ব্যাচ। কোর্সগুলো হলো-

১. কুরআন শিক্ষা কোর্স
২. কুরআন সহীহকরণ কোর্স
৩. হিফজুল কুরআন কোর্স (সাধারণ)
৪. শুধু আম্মাপারা হিফজ কোর্স
৫. আরবীভাষা শিক্ষা কোর্স
৬. ব্যাসিক আকীদা কোর্স
৭. ফিকহুত তাহারাত কোর্স
৮. ফিকহুস সালাত কোর্স

প্রতিটি কোর্স এর বিবরণ এবং ফ্রি কোর্সগুলো সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন-
www.nlquran.net

আমাদেরকে ফলো করতে পারেন-
ফেসবুকঃ www.facebook.com/NLQURAN
টেলিগ্রামঃ https://t.me/nlquran
ইউটিউবঃ www.youtube.com/@NLQURAN

কর্মজীবীদের জন্য

দীনি শিক্ষাকোর্স

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

প্রশিক্ষক নির্দেশিকা

১. প্রশিক্ষক প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হবেন। পুরো এক ঘণ্টা ক্লাস নেবেন।

২. যথাসময়ে সিলোবাস সমাপ্ত করতে হবে।

৩. ক্লাসের শুরুতে যা শেখানো হবে, তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করে নেবেন। ক্লাস শেষে ক্লাসের সারবস্তু আবারো আলোচনা করবেন। যাতে প্রশিক্ষণার্থীদের মনে রাখতে সহজ হয়।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করবেন। সম্মান বজায় রেখে শেখাবেন।

৫. প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে প্রশিক্ষক দিনের প্রশিক্ষণেয় বিষয় রপ্ত করে নেবেন।

৬. ফযীলত, গুরুত্ব ও পরিণাম বিষয়ক আলোচনায় কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। কোনো প্রশিক্ষক যদি এছাড়া আরো কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেন, তা অনুমোদিত। তবে অনির্ভরযোগ্য কোনো কিছু তিনি বলতে পারবেন না।

৭. কর্মজীবীদের এই প্রশিক্ষণটির ব্যাপ্তি দুই মাস অব্যাহত থাকবে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে ক্লাস নেবেন। ত্রিবিংশতিতম দিনের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলোতে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের ত্রিশতম পারার শেষের দশটি সূরা তাজবীদসহ মুখস্থ করাবেন।

৮. প্রতিদিনের নির্ধারিত পরিমাণ সিলেবাস সমাপ্ত করার পর সময় অবশিষ্ট থাকলে সূরা-কিরাত ও সালাতের নিয়মাবলি শিক্ষাদান করবেন।

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমান	৫-৩৫
ঈমান, ইসলাম ও আকীদা পরিচিতি	
ঈমান আকীদার গুরুত্ব	
আল্লাহর প্রতি ঈমান	
রিসালাতের প্রতি ঈমান	
মালাইকার প্রতি ঈমান	
আসমানী গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস	
তাকদীরের প্রতি ঈমান	
আখিরাতের প্রতি ঈমান	
কুফর, শিরক ও নিফাক	
বিদআত	৩৬-৩৮
পরিচিতি ও পরিণাম	
বিদআতের পরিণাম	
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত	৩৯-৪১
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য	
সালাত	৪২-৫৬
গুরুত্ব, ফযীলত এবং না পড়ার পরিণতি	
ওযুর ফরয	
ওযুতে করণীয় ও লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ (সুন্নাত)	
ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ	
গোসলের ফরয	
নামাযের ফরযসমূহ	
নামাযের ওয়াজিবসমূহ	
জরুরি মাসআলা	
নামায ভঙ্গের কারণ	
নামাযে অনুচিত বা মাকরূহ কাজসমূহ	
সালাতের তাসবীহ ও দোয়াসমূহ	

জীবনঘনিষ্ঠ কিছু ফরয বিধান	৫৭-৬১
হালাল খাবার	
পর্দা	
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা	
আখলাক	৬৩-৯৩
আখলাকের পরিচিতি, ফযীলত ও গুরুত	
মুচকি হাসি	
সত্যবাদিতা	
আমানতদারিতা	
বিনয়	
ধৈর্য	
দয়া	
সহনশীলতা ও ক্ষমা	
নম্রতা	
ধীরতা	
অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া	
পারস্পরিক সহযোগিতা	
অল্পেতুষ্টি	
লজ্জাশীলতা	
দুনিয়া-বিমুখতা	
অন্যের দোষ গোপন করা	
স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান ও প্রতিবেশীর হক	
বর্জনীয় কিছু বিষয়	৯৪-১০০
গীবত	
গালিগালাজ	
হিংসা-বিদ্বেষ	
মিথ্যা	
অহংকার	
প্রয়োজনীয় সূরা ও দোয়া শিক্ষাদান এবং মশক	১০১

প্রথম দিন

ঈমান

ঈমান, ইসলাম ও আকীদা পরিচিতি :

অমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। এটি পৃথিবীতে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ও সত্য দীন। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের অনুসারী না হয়ে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে পরকালে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। জান্নাতে যেতে পারবে না। জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের অনুসারী হতে হবে। ঈমান আনতে হবে।

ঈমান-আকীদা মানে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যা কিছু আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সেগুলো নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা। সেগুলোতে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ না করা। কুরআন এবং হাদীসে যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করতে ও ঈমান আনতে বলা হয়েছে, সেগুলোর কোনো একটিকেও যদি কেউ অবিশ্বাস করে তাহলে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে না।

ঈমান আকীদার গুরুত্ব :

ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে হবে :

ক. বিশুদ্ধ ঈমান কী? কী কী বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে?
খ. কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা যাবে না বা কোন্গুলো ভুল বিশ্বাস?
গ. ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কী?

আমরা বংশগতভাবে মুসলমান। কিন্তু আমরা জানি না কেন আমরা মুসলমান। অন্য ধর্মের অনুসারী এবং আমার মধ্যে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে কী পার্থক্য। অথচ ঈমান বা বিশ্বাসই হলো মানব-জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ

যে বিশ্বাস ও মানসিকতা অন্তরে লালন করে, সে অনুযায়ীই তার সকল কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। আল্লাহর নিকট যেরকোনো কাজ বা আমলের প্রতিদান পাওয়ার জন্য ঈমান হলো প্রধান শর্ত। কেউ সারা জীবন ভালো কাজ করল, কিন্তু পরকালে আল্লাহর নিকট সে ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়ার জন্য ঈমান থাকা জরুরি। এজন্যে আমাদের ঈমান আছে কি না এবং থাকলে সেটা বিশুদ্ধ ঈমান কি না, এগুলো নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য।

যে কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হতে যে ঈমান শর্ত এবং ঈমান না থাকলে বা নষ্ট হলে যে সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।[১]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

যে পুরুষ বা নারী সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই আমি পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব।[২]

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ

আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩]

ঈমানের ফযীলত এত বেশি যে, কেউ যদি ঈমান আনে এবং অন্য কোনো নেক আমল নাও করতে পারে, তবু সে কোনো না কোনো সময় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

[১] সূরা বনী ইসরাইল-১৯

[২] সূরা মুমিনুন-৭১

[৩] সূরা যুমার-৬৫

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাম হারাম করে দিয়েছেন।[১]

আরকানুল ঈমানের নাম পরিচিতি :

কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলো ঈমানের রোকন বা মূলভিত্তি। কোনো ব্যক্তি মুমিন বা মুসলমান হতে হলে সর্বপ্রথম এই বিষয়গুলোতে ঈমান আনতে হবে। এগুলোকে আরকানুল ঈমান বলা হয়। সেগুলো হলো :

- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।
- ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস।
- কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।
- রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস।
- পরকাল ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস।
- তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

[১] সহীহ বুখারী-৫৪০১

দ্বিতীয় দিন

আল্লাহর প্রতি ঈমান :

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা। যাকাত দেয়া। হজ্ব পালন করা। এবং রমযানের রোযা রাখা।[১]

এখানে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের কী বিশ্বাস রাখতে হবে সে বিষয়টি বলা হয়েছে। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অর্থাৎ যদিও দেখা যায় যে অনেক মানুষ আল্লাহ ব্যতীত বিভিন্ন বস্তুর পূজো বা ইবাদত করে কিন্তু সত্যিকারভাবে ইবাদতের উপযুক্ত এবং মাবুদ হওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা, তাকে একমাত্র মাবুদ বা ইবাদতের উপযুক্ত হিসেবে মেনে নেয়ার কয়েকটি দিক রয়েছে।

ক. একটি হলো, আল্লাহ তায়ালাকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা। এসব গুণাবলি শুধু আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এমন গুণাবলির অধিকারী হতে পারে

[১] সহীহ বুখারী-৮, সহীহ মুসলিম-১৬

না। হওয়া সম্ভবও নয়। আল্লাহর প্রতি এ ধরণের বিশ্বাস রাখাকে বলা হয় আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মেনে নেয়া। এটাকে আরবীতে বলা হয়, তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ।

আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র রব এ বিষয়ে আল কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।[১]

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

জেনে রাখ! সৃষ্টি ও নির্দেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ মহিমাময়।[২]

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

নিশ্চই আল্লাহই মহাশক্তিময় রিযিকদাতা।[৩]

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

বলো, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দান করেন? কে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে থেকে নির্গত করেন? বিশ্ব পরিচালনা করেন কে? তারা

[১] সূরা ফাতিহা-১
[২] সূরা অরাফ-৫৪
[৩] সূরা যারিয়াত-৫৮

উত্তরে বলবে আল্লাহ। বলো, তাহলে কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করছো না?[১]

খ. আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে স্বীকার করার আরেকটি দিক হলো, আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। রয়েছে মহান গুণাবলি। যত ধরণের ভালো ও পূর্ণতার গুণ রয়েছে, এমন সকল গুণে আল্লাহ গুণান্বিত। আর যত ত্রুটিপূর্ণ গুণ রয়েছে, এমন সকল গুণ থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এই বিশ্বাসকে বলা হয়, আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

এবং আল্লাহর জন্যই রয়েছে উত্তম নামসমূহ। তোমরা তাঁকে সেসকল নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বা বক্রতা অবলম্বন করে, তাদেরকে তোমরা বর্জন করবে। শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।[২]

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

কোনকিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৩]

গ. তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা। ইবাদত যত ধরণের হতে পারে, সকল প্রকার ইবাদতের একমাত্র হকদার আল্লাহ তায়ালা। দোয়া, সিজদা, মানত, কুরবানীসহ সকল ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। শপথ করলে

[১] সূরা ইউনুস-৩১
[২] সূরা আরাফ-১৮০
[৩] সূরা শূরা-১১

আল্লাহর নামেই করতে হবে। কেউ যদি কোনো প্রকার ইবাদতের উপযুক্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মনে করে, তাহলে তিনি মুসলমান বলে গণ্য হবেন না। এ প্রকারের তাওহীদকে বলা হয় ইবাদতের তাওহীদ। আমাদের কালিমায়ে তাওহীদে এই তাওহীদের কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্ঠতার সাথে তাঁকেই আহ্বান কর।[১]

واعبدوا الله وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً

এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।[২]

সকল নবী-রাসূলগণ ইবাদতের তাওহীদেরই দাওয়াত দিয়েছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করেন। আল্লাহর নাম ও গুণাবলিও অনেকে স্বীকার করেন। কিন্তু ইবাদতের তাওহীদই মূলত মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। মুমিন ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না। কিন্তু অন্যরা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য অনেককে শরিক করে।

[১] সূরা গাফির : ৬৫

[২] সূরা নিসা

তৃতীয় দিন

রিসালাতের প্রতি ঈমান-১

যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমরা সকল নবীকে শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম। আমরা আমাদের প্রিয়নবীকে শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলি। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সকল নবী-রাসূল সমান। কিন্তু অনুসরণের বেলায় আমরা কেবল আমাদের প্রিয়নবীরই অনুসরণ করবো।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার অর্থ হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সব কিছু সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা। রিসালাতে বিশ্বাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা এখন আলোচনা করবো ইন-শা-আল্লাহ।

ক. নবুওয়তে বিশ্বাস : এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। ভ্রষ্টতা ও অকল্যাণের পথ থেকে সরিয়ে মানুষকে হিদায়াত ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর আগমন ঘটেছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً

হে নবী আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।[১]

[১] সূরা আহযার-৪৫, ৪৬

খ. নবুওয়তের সর্বজননীতা : এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সকল দেশ ও সকল জাতির মানুষ এবং জ্বিনদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً

আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।[১]

গ. খতমে নবুওয়ত : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর বিশ্বাসী হতে হলে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। এটি কুরআন এবং হাদীসে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে। প্রিয়নবীর পর কেউ যদি নবী হওয়ার দাবি করে তাহলে মিথ্যা ও ভণ্ড দাবিদার। কেউ এমন দাবিদারকে সত্য বলে মনে করলে সেও অমুসলমান ও কাফির বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লহর রাসূল এবং শেষ নবী।[২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রা.-কে বলেছেন,

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

[১] সূরা সাবা-২৮

[২] সূরা আহযাব-৪০

মূসার সাথে হারুনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যতিক্রম এই যে আমার কোন নবী নেই।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী, এ ব্যাপারে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[২]

[১] সহীহ মুসলিম-২৪০৪

[২] ইসলামী আকীদা, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর

চতুর্থ দিন

রিসালাতের প্রতি ঈমান-২

ঘ. দায়িত্ব পালনে পূর্ণতা : আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়তের সকল দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা উম্মতের নিকট যা কিছু পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার সব কিছুই তিনি পৌঁছিয়েছেন। কোনো কিছুই গোপন করেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ

হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তাহলে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বিদায় হজের সময় সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করতে পেরেছি? সাহাবীগণ একবাক্যে বললেন, হ্যাঁ। প্রিয়নবী বললেন,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ

তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা কী বলবে? তারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি প্রচার করেছেন। দায়িত্ব আদায় করেছেন। উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন।[২]

হযরত আবু যর গিফারী রা. বলেন,

ما بقي شيءٌ يقرّب إلى الجنّة، ويباعد من النّار إلا وقد بُيّن لكم

[১] সূরা মায়িদা-৬৭

[২] সহীহ মুসলিম-১২১৮

জান্নাতের নিকটে নেওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদের নিকট বলে দেওয়া হয়েছে।[১]

ঙ. আনুগত্য ও অনুকরণ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ জীবন চলার সকল বিষয়ে প্রিয়নবীর নির্দেশের আনুগত্য করা। তাঁর আদর্শ অনুযায়ী চলা। যে কোনো মুমিন মুসলমানের কর্তব্য হলো, কোনো নির্দেশ বা সুন্নাত প্রিয়নবী থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হলে তা বিনা দ্বিধায় মনে নেয়া। এর অন্যথা না করা। প্রিয়নবীকে অনুসরণের আবশ্যকতা নিয়ে কুরআন ও হাদীসে বহু নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।[২]

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর তা থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর পর্যবেক্ষণকারীরূপে আপনাকে পাঠাইনি।[৩]

لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً.

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।[৪]

---

[১] তাবারানী, হাদীসটির সনদ সহীহ

[২] সূরা আনফাল : ১

[৩] সূরা নিসা :৮০

[৪] সূরা আহযাব-২১

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়। তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে কিংবা আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১]

চ. ভালোবাসা : পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য হলো, নিজের জীবন, সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামকে বেশি ভালোবাসা।

প্রিয়নবী বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হবো।[২]

ছ. আহলে বাইত ও সাহাবীগণ : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার অর্থ হলো প্রিয়নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকে ভালোবাসা। বিশেষত প্রিয়নবীর আহলে বাইত বা পরিবার এবং সাহাবীগণকে ভালোবাসা।

আহলে বাইত সম্পর্কে প্রিয়নবী বলেন,

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ... «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

হে লোকসকল! আমি মানুষ মাত্র। হয়তো আমার প্রভুর দূত আসবেন আর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাবো। আমি তোমাদের নিকট মহাগুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব। তাতে

[১] সূরা নূর-৬৩

[২] সহীহ বুখারী-১৫

রয়েছে হিদায়াত ও নূর। সুতরাং তোমরা আল্লহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরো এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। এরপর প্রিয়নবী বলেন, আর আমার পরিবার পরিজন। তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। এ কথাটি প্রিয়নবী তিনবার বলেন।[১]

সাহাবীগণ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ দান করে তবুও তাদের এক মুদ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেকের সমপর্যায়েরও হবে না।[২]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য যেমন জরুরি, তেমনই এই ভালোবাসা ও আনুগত্য শরীয়তের নির্দেশমত হওয়াটাও জরুরি। কোনোরূপ শিথিলতা বা বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। প্রিয়নবী আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সুতরাং প্রিয়নবীর ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা যাবে না যা তাকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়।

খ্রিষ্টানরা তাদের নবী ঈসা আ.-এর সম্মানের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বা ইশ্বর হিসেবে মেনে নিয়েছে। এমনটি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আল্লাহ প্রিয়নবীকে অসংখ্য উত্তম গুণাবলি দান করেছেন। কিন্তু যে সকল গুণাবলি একান্তভাবে আল্লহর জন্য প্রযোজ্য সেগুলো প্রিয়নবীর ব্যাপারে বলা যাবে না। প্রিয়নবী গাইব জানতেন না। তিনি মানুষ এবং নূরের তৈরি নন। তিনি সবখানে হাযির-নাযির থাকেন না। তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারও উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখেন না।

[১] সহীহ মুসলিম-২৪০৮

[২] সহীহ বুখারী

পঞ্চম দিন

মালাইকার প্রতি ঈমান

মালাইকা বা ফেরেশতা আল্লহর সম্মানিত সৃষ্টি। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা মুমিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন। কখনোই আল্লাহর অবাধ্যতা করেন না। এমনকি অবাধ্যতা করার শক্তিও রাখেন না। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা ফেরেশতাদের প্রধান কাজ। ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগতের সৃষ্টি। তাদের সম্পর্কে আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করবো যতটুকু আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। ফেরেশতা সম্পর্কে ঈমানের কয়েকটি দিক রয়েছে।

ক. অস্তিত্বের ঈমান : ফেরেশতাদের সম্পর্কে বহু সম্প্রদায় বিভ্রান্তিতে রয়েছে। কুরআনে তাদের সে সকল ভ্রান্তি খণ্ডন করা হয়েছে। সাথে সাথে ফেরেশতাদের অস্তিত্বও স্বীকার করা হয়েছে। কুরআন এবং হাদীসে যেহেতু অকাট্যভাবে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, তাই আমরাও তাদের অস্তিত্বে বিশ্বস করি।

খ. নামের প্রতি ঈমান : ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত। তাদের পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। তবে কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে আমরা কিছু ফেরেশতার নাম জানতে পারি। জিবরামঈল, মিকাঈল এবং জাহান্নামের ফেরেশতা মালিকের নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ

যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ নিশ্চই কাফিরদের শত্রু।[১]

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন। তিনি বলবেন, তোমরা এভাবেই থাকবে।[২]

এছাড়া ফেরেশতাদের আরও কিছু নাম আমরা হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারি। যেমন, ইসরাফিল, রিদওয়ান। কোনো কোনো মুফাসসির আযরাঈলের নামও উল্লেখ করেছেন।

গ. আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা :

وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ

তারা বলে দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান। বরং তারা (ফেরেশতারা) তো সম্মানিত বান্দা।[৩]

ঘ. ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি :

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফেরেশতাগণকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে তা থেকে।[৪]

ঙ. কর্ম ও দায়িত্ব : আনুগত্য, সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

[১] সূরা বাকারা-৯৮
[২] সূরা যুখরুফ-৭৭
[৩] সূরা আম্বিয়া-২৬
[৪] সহীহ মুসলিম-২৯৯৬

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন, তা তারা লঙ্ঘন করে না। তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তা তারা পালন করে।[১]

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা তারই। আর তার সান্নিধ্যে যারা রয়েছে, তারা অহংকারবশত তার ইবাদত হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবারাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তারা শৈথিল্য করে না।[২]

ইবাদত ও পবিত্রতা বর্ণনা ছাড়াও ফেরেশতাগণ আরও নানা ধরণের কর্ম নির্বাহ করে থাকেন। যেমন ওহী পৌঁছানো, মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ, কল্যাণকর কাজে উৎসাহ প্রদান, মুমিনদের জন্য দোয়া করা, মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা, জান কবজ করা, আরশ বহন করা, সুপারিশ করা ইত্যাদি।

[১] সূরা তাহরীম-৬

[২] সূরা আম্বিয়া-২০

ষষ্ঠ দিন

আসমানী গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস

ঈমানের অন্যতম আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে তাদের নিকট বিভিন্ন গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসকল কিতাব আল্লাহর কালাম। মানুষের জন্য হিদায়াত। তবে সকল কিতাব বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এজন্য আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও নির্যাস স্বরূপ আল্লাহ সর্বশেষ কিতার কুরআন কারীম নাযিল করেছেন। ঈমানের এই রুকনের কয়েকটি দিক রয়েছে।

ক. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে ওহীর মাধ্যমে কিতাব দিয়েছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভূক্ত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে যে সকল বিষয়ে সতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল বিষয়ে বিধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন।[১]

খ. প্রসিদ্ধ চার কিতাব : আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য অগণিত নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তেমনই তাদের নিকট অজানা সংখ্যক কিতাবও নাযিল করেছিন। যেগুলোর সংখ্যা আমরা জানি না। তবে সেগুলোর মধ্যে সবচে প্রসিদ্ধ হল চারটি কিতাব। কুরআন, তাওরাত, যাবূর এবং ইঞ্জিল। কুরআন

[১] সূরা বাকারা : ২১৩

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় স্লাম, তাওরাত মূসা আ., যাবূর দাউদ আ. এবং ইঞ্জিল ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়। কুরআন ব্যতীত অবশিষ্ট তিনটি কিতাবে নানা ধরণের বিকৃতি ও বিলুপ্তি ঘটেছে। কুরআন একমাত্র বিশুদ্ধ ও অবিকৃত গ্রন্থ। আল্লাহ যেভাবে নাযিল করেছিলেন হুবুহু সেভাবেই কুরআন আমাদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। এবং এই কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র মুক্তির দিশারি।

তাকদীরের প্রতি ঈমান

'তাকদীর' বা 'কদর' অর্থ ভাগ্য, মর্যাদা, শক্তি, পরিমাণ, নির্ধারণ করা ইত্যাদি। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব কিছু নির্ধারণ করে রাখাকে তাকদীর বলা হয়। তাকদীরের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. এই ঈমান আনা যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন। তাঁর এ জানা অনাদি ও অনন্ত।

২. এই ঈমান আনা যে, আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফূযে সবকিছু লিখে রেখেছেন। এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জান না যে, নভোমণ্ডলে ও ভূণ্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ সবকিছু জানেন। নিশ্চয় এসব কিতাবে লিখিত আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর কাছে সহজ।[১]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

[১] সূরা হাজ্জ-৭০

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকূল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকূলের তাকদীর লিখে রেখেছেন।[১]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

আল্লাহ তায়ালা প্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। সৃষ্টির পর কলমকে বললেন, 'লেখ।' কলম বলল, 'ইয়া রব্ব! কী লিখব?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাকদীর লেখ।'[২]

৩. এই ঈমান রাখা যে, কোনো কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটে না। হোক সেটা আল্লাহর কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা মাখলুকের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং (যা ইচ্ছা) মনোনীত করেন।[৩]

তিনি আরো বলেন,

وَيَفعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ

এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা সেটাই করেন।[৪]

---

[১] সহীহ মুসলিম-২৬৫৩

[২] সুনান আবু দাউদ-৪৭০০

[৩] সূরা কাসাস-৬৮

[৪] সূরা ইবরাহীম-২৭

অতএব, সকল ঘটনা, সকল কর্ম, সকল অস্তিত্ব আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ যা চান সেটাই হয়। তিনি যা চান না, সেটা হয় না।

৪. বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছাশক্তি ও সক্ষমতা দান করেছেন। বান্দা ইচ্ছা করলে কোনো নেক কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহর কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে।

আল্লাহ বান্দার সক্ষমতা সম্পর্কে বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ

অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। শোনো, আনুগত্য করো এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় কর।[১]

তিনি আরো বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার-ই জন্য এবং সে যা কামাই করে তা তার-ই ওপর বর্তাবে।[২]

এ আয়াতগুলো সাব্যস্ত করে যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটোর মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে। তবে মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অনুবর্তী। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

[১] সূরা তাগাবুন-১৬

[২] সূরা বাকারা-২৮৬

আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।[১]

তাছাড়া গোটা মহাবিশ্ব আল্লাহ তায়ালার মালিকানাধীন। অতএব, তাঁর মালিকানাভুক্ত রাজ্যে কোন কিছু তাঁর অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছায় ঘটা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান এনেছে সে তাকদীরের প্রতি সঠিকভাবে ঈমান এনেছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আখিরাতের প্রতি ঈমান

ঈমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আখিরাতের প্রতি ঈমান। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো, কুরআন এবং হাদীসে আখিরাত বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, মীযান, পুলসিরাত, হাউজে কাউসার, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, অনন্ত নিয়ামত ও শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি।

আমরা নিম্নে এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করছি।

১. কবরের আযাব : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে।[২]

২. পুনরুত্থান ও হাশর : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

[১] সূরা তাকবীর, আয়াত: ২৮-২৯

[২] সূরা ইবরাহীম-২৭

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।[১]

৩. সিরাত : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে। এটি তোমার রবের অপরিহার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকিদের উদ্ধার করবো এবং জালেমদের তথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।[২]

৪. হাউযে কাউসার : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

নিশ্চই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।[৩]

৫. শাফায়াত : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

[১] সূরা যুমার-৬৮
[২] সূরা মারয়াম : ৭১,৭২
[৩] সূরা কাউসার : ১

যে দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।[১]

৬. জান্নাত ও জাহান্নাম : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

নিশ্চয়ই মুত্তাকিগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।[২]

৭. আল্লাহর দিদার : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৩]

[১] সূরা মারয়াম : ৮৭
[২] সূরা দুখান-৫১, ৫২
[৩] সূরা কিয়ামা -২২, ২৩

সপ্তম দিন

কুফর, শিরক ও নিফাক

ঈমানের রুকনসমূহের আলোচনায় আমরা বিশ্বাসের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস বা ঈমান রাখতে হয়, সেগুলোকে কেউ যদি অবিশ্বাস করে তাহলে সে অমুসলিম বা কাফির হিসেবে গণ্য হয়। এই অবিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। সাধারণত তিনটি নামে অবিশ্বাসকে ব্যক্ত করা হয়। কুফর, নিফাক এবং শিরক। আজকের আলোচনায় আমরা এগুলোর পরিচয় ও বিধান জানার চেষ্টা করবো ইন-শা-আল্লাহ।

কুফর : ঈমান মানে বিশ্বাস। আর ঈমানের বিপরীত হলো কুফর বা অবিশ্বাস। কেউ যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনে এবং ঈমানের রুকনগুলো বিশ্বাস না করে তবে তাকে কাফির বলা হয়।

কুফরের প্রকারভেদ :

কুফর প্রধানত দুই প্রকার। কুফর আসগার বা ছোট কুফর। কুফর আকবার বা বড় কুফর।

কবীরা গুনাহ বা বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফর আসগর বলা হয়। এরূপ লোককে সরাসরি কাফির বলা হয় না। বরং পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

কুফর আকবর হলো প্রকৃত কুফর। এরূপ ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় না তার পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

কুফর আকবর পাঁচ প্রকার।

ক. প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস : অর্থাৎ কেউ আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে মানতে অস্বীকার করে, কিংবা আল্লাহর অস্তিত্ব, লালন-পালনের ক্ষমতা, রিযিক দেয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি অবিশ্বাস করে তবে তাকে অমুসলিম বা কাফির বলে গণ্য করা হবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ব্যাপারে মনে করে যে, আল্লাহর যে ক্ষমতা ও কাজ তারও তেমন ক্ষমতা ও কাজ সে ব্যক্তির রয়েছে, তাহলে সেটাও কুফর বলে গণ্য হবে।

খ. নাম ও গুণাবলিতে অবিশ্বাস : আল্লাহর যেসকল নাম ও গুণাবলির কথা কুরআন হাদীসে এসেছে। সেগুলোকে যদি কেউ অস্বীকার করে অথবা অনুরূপ গুণাবলি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করে, তাহলে সেটাও কুফর বা অবিশ্বাস বরে গণ্য হবে। এমনি করে যে সকল গুণ আল্লাহর নিজের জন্য অস্বীকার করেছেন সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফরি। যেমন কারও আল্লাহর জন্য স্ত্রী বা পুত্র সাব্যস্ত করা।

গ. ইবাদতের একত্বে অবিশ্বাস : কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা হিসেবে বিশ্বাস না করে কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করে এবং ইবাদত ও প্রার্থনার উপযুক্ত মনে করে তাহলে সেটাও কুফর আকবর হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার : নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কেউ যদি নবী হিসেবে অস্বীকার করে বা তার কোনো কোনো কথা বা কাজকে ভুল ও অশুদ্ধ মনে কওে, তাহলে সেটাকে কুফর আকবর হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঙ. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফর : ঈমানের রুকনগুলোতে বিশ্বাস করার পর কুফর বা ভিন্ন ধর্মের কোন কিছুতে সন্তুষ্ট থাকা অথবা ইসলামের কোনো বিধানে অসন্তুষ্ট থাকা কুফর হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামের কোনো বিধান অপছন্দ করা। বিধান নিয়ে হাসি-তামাশা করা, অহংকার প্রদর্শন করা, সন্দেহ করা ইত্যাতিও এ প্রকার কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম দিন

শিরক

শিরক অর্থ অংশীদার বানানো। অর্থাৎ আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, আল্লাহর কোনো গুণ কারও জন্য বিশ্বাস করা কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করাকে শিরক বলে। শিরক কয়েক ধরণের হতে পারে।

ক. প্রতিপালনে শিরক : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রাব্ব হিসেবে বিশ্বাস করা বা অন্য কেউ উপকার বা ক্ষতির ক্ষমতা রাখে এরূপ বিশ্বাস করা শিরক।

খ. নাম ও গুণাবলিতে শিরক : আল্লাহর কোনো নাম ও গুণাবলিতে অন্য কাউকে সমকক্ষ মনে করা কিংবা আল্লাহর কোনো গুণকে অস্বীকার করাকে নাম ও গুণাবলির শিরক বলে।

গ. ইবাদতে শিরক : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করা ও প্রার্থনা করা কিংবা অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা ইবাদতের শিরক।

শিরকের কিছু কিছু কাজ ও বিশ্বাস রয়েছে যেগুলো পুরোপুরি শিরক নয়। তবে শিরকের মতোই। এগুলোকে শিরক আসগর বলে। শিরকে আসগরের কারণে বান্দার আমল কবুল হয় না এবং সে বড় ধরণের গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হয়। তবে সে অমুসলমান বা কাফির-মুশরিক হয়ে যায় না।

শিরকে আসগরের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো।

ক. রিয়া : আল্লাহর জন্য করা কোনো ইবাদতে মানুষের প্রশংসা কামনা করা বা তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টাকে রিয়াকে বলে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ

আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টিকে তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই, সেটি হলো শিরক আসগর। সাহাবীগণ বলবেন, শিরক আসগার কী? তিনি বললেন, রিয়া বা লোক দেখানো।[১]

খ. ওসীলা বিষয়ক শিরক : দুনিয়াতে সবকিছু একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বা ওসীলাতেই হয়। যেমন আগুনের কারণে পোড়ে। বৃষ্টির কারণে ভেজে ইত্যাদি। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে এগুলো মূলত আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। আল্লাহ চাইলে আগুন নাও পোড়াতে পারে। সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করে, দুনিয়ার কোনো কিছু কোনো রাশি বা পীর ইত্যাদির নিজস্ব ক্ষমতা বলে সংঘটিত হয়েছে তবে তা শিরক হবে।

গ. আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা যদি কেউ কারও সম্পর্কে বলে যে, আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে। তাহলে এটাও এক ধরনের শিরক। কারণ এখানে ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অবশ্য কেউ যদি বলে আল্লাহ যা চান এরপর আপনি যা চান তাই হবে তাহলে সেটা শিরক হবে না।

ঘ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম বা শপথ করা : প্রিয়নবী বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

[১] মুসনাদে আহমদ। (সনদ সহীহ)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে শপথ করলো সে কুফর করল বা শিরক করল।[১]

ঙ. অশুভ বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা : নির্দিষ্ট দিন, স্থান বা বস্তুকে অশুভ মনে করা বিংবা সেখানে কোনো কাজ করলে অমঙ্গল হবে মনে করাও এক ধরনের শিরক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الطِّيَرَةُ شِرْك، الطِّيرة شركٌ، الطيرة شِرْكٌ

অশুভ বিশ্বাস করা শিরক। অশুভ বিশ্বাস করা শিরক। অশুভ বিশ্বাস করা শিরক।[২]

চ. গণকের কথায় বিশ্বাস করা : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

যে ব্যক্তি গণকের কাছে যেয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না।[৩]

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

তোমরা বলবে না যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে। বরং বলো, আল্লাহ যা ইচছা করেন অতপর অমুক যা ইচ্ছা করে।[৪]

[১] সুনান তিরমিযী-১৫৩৫
[২] গুনান আবু দাউদ-৩৯১৫
[৩] সহীহ মুসলিম-২২৩০
[৪] সুনান আবু দাউদ-৪৯৮০

নিফাক:

নিফাক অর্থ কপটতা। মনের ভেতর কিছু গোপন রেখে মুখে অন্য রকম প্রকাশ করা। নিফাক দুই প্রকার।

বিশ্বাসের নিফাক : অর্থাৎ অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে মুখে নিজেকে মুসলিম ও বিশ্বাস হিসেবে প্রকাশ করা। এরূপ ব্যক্তি কাফির থেকেও নিকৃষ্ট।

কর্মের নিফাক : কোনো ব্যক্তি মন থেকে ঈমান এনেছে। মুখেও স্বীকার করেছে। কিন্তু তার থেকে এমন কিছু কাজ প্রকাশ পায় যেগুলো মূলত মুনাফিকরা করে থাকে। যেমন- মিথ্যা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, গালিগালাজ করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ইত্যাদি। এরূপ ব্যক্তি পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে।

নবম দিন

বিদআত : পরিচিতি ও পরিণাম

বিদআত অর্থ নতুন কিছু আবিষ্কার করা। অস্তিত্ব ছিল না, এমন জিনিসকে অস্তিত্বে আনা।

পরিভাষায় বিদআত বলা হয়:

فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

বিদআত বলতে বোঝায় দীনের মধ্যে শরীয়তের পদ্ধতি তুল্য কোনো নব উদ্ভাবিত পদ্ধতি, মহান আল্লাহর ইবাদতের আশায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।[১]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও আদর্শের বিপরীত সওয়াবের আশায় দীনের মধ্যে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করাই বিদআত। কুরআন ও হাদীসে বিদআতের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয়ই পথভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে রয়েছে।[২]

বিদআত হলো সুন্নতের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাজ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেটা সেভাবেই করা, এবং যা বর্ণিত

[১] আল-ইতিসাম

[২] সুনান নাসায়ী-১৫৭৮

হয় নি তেমন কিছু দীনের মধ্যে সংযোজন না করা। তাহলেই তা বিদআত বলে পরিগণিত হয়।

বিদআতের পরিণাম :

ক. বিদআত থেকে তাওবা করা কঠিন। কারণ বিদআত যে করে সে সেটাকে ইবাদত মনে করেই করে। ফলে সে মন্দ কাজটাকে ভালো কাজ মনে করে করার কারণে তাওবা করতে পারে না। এজন্য বিদআত থেকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ. যে ব্যক্তি কোনো বিদআতের প্রচলন করে এরপর লোকে সেটার অনুসরণ করে, তাহলে নিজের গুনাহের ভাগী তো হবেই, উপরন্তু অনুসরণকারী সকলের গুনাহের ভাগীদারও হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

যে ব্যক্তি ইসলামে কো মন্দ পদ্ধতির প্রচলন করে। তার উপর সেটার গুনাহ বর্তাবে। এবং যারা সে পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের গুনাহও তাদের উপর বর্তাবে। আর তাতে অনুসরণকারীদের গুনাহ কম হবে না।[১]

গ. বিদআত আবিষ্কার করা মানে প্রিয়নবীকে অপবাদ দেয়া যে, তিনি দীন পরিপূর্ণ প্রচার করেননি। ফলে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়েছে।

ঘ. বিদআত অনুসারী সুন্নাত অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

[১] সহীহ মুসলিম-১০১৭

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ " فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ

কোনো সম্প্রদায় বিদআত আবিষ্কার করলে তাদের থেকে অনুরূপ সুন্নত উঠিয়ে নেয়া হয়। ফলে বিদআত আবিষ্কারের চেয়ে সুন্নত অনুসরণ উত্তম।[১]

ঙ. বিদআতকারী অভিশপ্ত।

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

যে ব্যক্তি নতুন উদ্ভাবন করে বা উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশম্পাত।[২]

চ. কিয়ামতের দিন শাফায়াত ও হাউকে কাউসারের পানি পান তেকে বঞ্চিত হবে।

وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ... فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ

কিয়ামতের দিন উম্মতের কতক লোককে আনা হবে এরপর তাদেরকে বামদিকে নিয়ে যাওয়া হবে..... বলা হবে, এরা দুনিয়াতে দীন থেকে অব্যাহত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।[৩]

[১] মুসনাদে আহমাদ-১৬৯৭০
[২] সহীহ বুখারী-১৮৭০
[৩] সুনান তিরমিযী-৩১৬৮

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, অন্যান্য উম্মতের মতো এই উম্মতেও বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি হব এবং সকল দলের মধ্যে যারা কেবল প্রিয়নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের অনুসরণ করবে তারাই হিদায়াত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। এছাড়া যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে তারা পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী হবে। এজন্যে আমাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানতে হবে। যেন আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য :

ক. সুন্নাতের অনুসরণ : তারা সব কাজে রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের অনুসরণ করেন। রাসূলুল্লাহ যা করেছেন তারা তা করেন। রাসূলুল্লাহ যা করেননি তারা তা করেন না। নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামে কোনো সংযোজন-বিয়োজন করেন না।

খ. সাহাবাদের অনুসরণ : তারা সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি এবং অনুসরণীয় বলে বিশ্বাস করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم قال بل منكم.

তোমাদের সামনে ধৈর্যের সময় রয়েছে। তোমরা যে পদ্ধতির উপর রয়েছ সেদিন সঠিক কেউ সে পদ্ধতি আঁকড়ে থাকে তবে তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ

ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন? রাসূলুল্লাহ বললেন, না তোমাদের মধ্যকার।[১]

গ. ঐক্য ও সংহতি : তারা মুসলিমদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যে খুবই গুরুত্বারোপ করেন। মুসলমান পাপ করলেই তাকে কাফির ঘোষণা করেন না। আকীদার বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। আকীদার উৎসের ক্ষেত্রে তারা একমাত্র ওহীকেই গ্রহণ করেন। অন্য কারও ব্যাখ্যা বা দর্শন গ্রহণ করেন না।

ঘ. হুবহু অনুকরণ : তারা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা আদর্শের হুবহু অনুসরণ করেন। নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংযোজন বা বিয়োজন করেন না। কর্ম ও বর্জন উভয় সুন্নতের পালন তার করেন। প্রিয়নবী যা করেন তা তারা করেন। এবং রাসূলুল্লাহ যা করেন নি সেটা বর্জন করাকেও তারা সুন্নত মনে করেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন,

افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى كذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة . قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه و أصحابي. رواه أبو داود و الترمذي و الحاكم و ابن حبان و صححوه)

অর্থাৎ এই উম্মত তেয়াত্তর ভাগে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবাই জাহান্নামী হবে। মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এর অর্থ হলো যারা রাসূলুল্লাহর সুন্নাত এবং সাহাবাগণের জামাত অনুসরণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

[১] সিলসিলাতুস সাহীহাহ

«أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى» (رواه البخاري و مسلم.)

আমি হাউজে কাউসারে আগন্তুকদের অপেক্ষা করবো। তখন আমার সামনে কিছু লোকদেরকে আনা হবে। আমি বলবো। আমার উম্মত। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না। এরা দীন থেকে পেছনে সরে গিয়েছিল।[১]

[১] সহীহ বুখারী-৭০৪৮

দশম দিন

সালাত ক্লাস-১

গুরুত্ব, ফযীলত এবং না পড়ার পরিণতি

ক. গুরুত্ব : সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এবং ঈমানের পর সবচে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আমল। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামায সঠিক হলে অন্য সবকিছু সঠিক হবে। নামাযের হিসাবে গড়মিল হলে অন্য সবকিছুতে গরমিল হবে।

কুরআন এবং হাদীসে বহু স্থানে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।[১]

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তোমরা নামাযসমূহ এবং মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও। আর আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হও বিনীতভাবে।[২]

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে নামায আবশ্যক করা হয়েছে।[৩]

[১] বাকারা-৪৩
[২] বাকারা-২৩৮
[৩] সূরা নিসা-১০৩

খ. ফযীলত :

অশ্লীল, গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।[১]

সালাত শ্রেষ্ঠ আমল। বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, সময়মত নামায আদায় করা, এরপর মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার, এরপরে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[২]

যে নামাযের জামাতে যায় সে হজ্বের সওয়াব পায়। রাসূলুল্লাহ বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ

যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ঘর থেকে পবিত্র অবস্থায় বের হয় তার সওয়াব ইরাম বাঁধা হজ্বকারীর ন্যায়।[৩]

গ. নামায না পড়ার পরিণতি : নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি কুরআন এবং হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

[১] সূরা আনকাবূত-৪৫
[২] সহীহ বুখারী-৭৫৩৪
[৩] সুনান আবু দাউদ-৫৫৮

ঘ. নামায না পড়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ : কাফিরদেরকে জাহান্নামে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কোন জিনিস জাহান্নামে প্রবশ করাল? তখন তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসেব নেয়া হবে। নামায ঠিক হলে সে সফল ও কামিয়াব হয়ে গেল। নামায বেঠিক হলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।[১]

فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ.

মিরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এরপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত বানানো হয়। অতপর বলা হয়, হে মুহাম্মাদ! আমার হুকুমের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুণ্য।[২]

ঙ. মুসলিম, অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নামায :

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

[১] সুনান তিরমিযী-৪১৩
[২] সুনান তিরমিযী-২১৩

আমাদের এবং তাদের মধ্যবর্তী সীমা হলো নামায। যে নামায ত্যাগ করল সে কুফরি করল।[১]

[১] সুনান তিরমিযী-২৬২১

একাদশ দিন

সালাত ক্লাস-২

মাসায়েল :

ওযু এবং সালাতের ফরয ওয়াজিব ও করণীয় বিষয়সমূহ।

ওযুর ফরয :

- মুখমণ্ডল ধৌত করা। অর্থাৎ কপালের উপরিভাগ থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত ধৌত করা।
- উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।
- মাথা মাসেহ করা।
- টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

ওযুতে করণীয় ও লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ (সুন্নাত)

- ওযুতে নিয়ত করা। নিয়ত ছাড়া ওযু করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না।
- বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা।
- উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।
- মিসওয়াক করা।
- তিনবার কুলি করা।
- তিনবার নাকে পানি দেওয়া।
- দাড়ি খিলাল করা।
- হাত পায়ের আঙুল খিলাল করা।
- সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা।

- কান মাসেহ করা।
- তিনবার উভয় পা ধোয়া।
- ওযুর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
- অঙ্গসমূহ পরস্পর ধৌত করা। যেন এক অঙ্গ ধৌত করার পূর্বে অন্য অঙ্গ শুকিয়ে না যায়।
- ওযুর অঙ্গসমূহ ঘষে ঘষে ধোয়া।
- পানির অপচয় না করা।[১]

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ :

- প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া এবং শরীরে অন্য স্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
- মুখভরে বমি করা। যে বমি কষ্ট করে আটকে রাখতে হয়, তাতেও ওযু ভেঙে যায়।
- থুতুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।
- শুয়ে ঘুমানো। এবং বসে এমনভাবে ঘুমানো যে নিতম্ব ভূমি থেকে সরে যায়।
- পাগল, বেহুঁশ বা নেশাগ্রস্ত হওয়া।
- নামাযে এমন হাসি দেওয়া যা পাশের লোকে শুনতে পায়।[২]

[১] রাদ্দুল মুহতার
[২] রাদ্দুল মুহতার

গোসলের ফরয :

- গড়গড়িয়ে কুলি করা।
- নাকে ভালোভাবে পানি দেয়া।
- সমস্ত শরীর ধৌত করা।
- গোসলের আগে ওযু করে নেয়া সুন্নত।

দ্বাদশ দিন

সালাত ক্লাস-৩

নামাযের ফরযসমূহ :

- শরীর পাক হওয়া।
- কাপড় পাক হওয়া।
- জায়গা পাক হওয়া।
- সতর ঢাকা।
- নিয়ত করা।
- কিবলমুখী হওয়া।
- তাকবীরে তাহরীমা বলা।
- দাঁড়ানো।
- কিরাত পড়া।
- রুকু করা।
- সিজদা করা।
- শেষ বৈঠক করা।
- সালাম ইত্যাদির মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ :

- সূরা ফাতিহা পড়া।
- সূরা মেলানো।
- ফরযের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করা।

- কিরাতের আগে সূরা ফাতিহা পড়া।
- দুই সিজদার তারতীব ঠিক রাখা।
- তাদীলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কওমা, জলসা ধীরতার সাথে আদায় করা।
- প্রথম বৈঠক করা।
- উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।
- সালাম দিয়ে নামায শেষ করা।
- বিতরের নামাযে দুআয়ে কুনূত পড়া।
- ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।
- কিরাত জোরের জায়গায় জোরে পড়া। আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া।
- ফরয, ওয়াজিব স্ব স্ব স্থানে আদায় করা। যদি কেউ কিরাতের পর ভুলে গিয়ে রুকু করতে বিলম্ব করে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে।
- বিনা বিলম্বে ইমামের অনুসরণ করা।[১]

জরুরি মাসআলা :

নামাযের কোনো ওয়াজিব ভুলে ছুটে গেলে সাহূ সিজদা করতে হয়।

শিক্ষক নির্দেশিকা :

- প্রশিক্ষক পুরো নামায হাতে-কলমে শিক্ষা দেবেন।
- ওয়াজিব তরক হলে কীভাবে সাহূ সিজদা আদায় করতে হবে, তা সরাসরি দেখিয়ে দেবেন।
- এখানে নামাযের সুন্নতগুলো উল্লেখ করা হয় নি। প্রশিক্ষক তা সরাসরি শেখাবেন।

[১] আদদুররুল মুখতার

ত্রয়োদশ দিন

সালাত ক্লাস-৪

নামায ভঙ্গের কারণ :

- কথা বলা।
- সালাম দেয়া বা সালামের উত্তর দেয়া।
- বিনা ওজরে গলা খাকারি দেওয়া।
- কুরআন হাদীসে বর্ণিত নেই এবং মানুষের কাছে চাওয়া অসম্ভব নয়, এমন দোয়া করা।
- বিপদে বা বেদনায় উহ, আহ বা উফ শব্দ করা কিংবা আওয়াজ করে কান্না করা। অসহনীয় ব্যথার কারণে একান্ত অনিচ্ছায় শব্দ হয়ে গেলে নামায ভাঙবে না। জান্নাত-জাহান্নামের ভয়ে কাঁদলেও নামায নষ্ট হবে না।
- হাঁচির জবাব দেয়া।
- দুঃসংবাদের জবাবে ইন্না লিল্লাহ বলা বা যে কোনো দুনিয়াবি কথা বলার উদ্দেশ্যে কুরআনের আয়াত বলা।
- অন্য ইমামকে লোকমা দেওয়া।
- খাওয়া বা পান করা।
- তাকবীর বলে ভিন্ন নামায শুরু করা।
- কুরআন দেখে পড়া।
- আমলে কাসীর করা। যাকে দেখলে মনে হয় যে, সে নামাযে নেই।
- নাপাক স্থানে সিজদা করা।

- তিন তাসবীহ পরিমাণ অনিচ্ছাকৃত সতর খোলা থাকলে, বা ইমামের সামনে চলে গেলে। ইচ্ছাকৃত হলে তৎক্ষণাৎ ভেঙে যাবে।[১]
- কিবলার দিক থেকে বুক সরে যাওয়া।
- কিবলার দিকে একবারে এক কাতারের বেশি অতিক্রম করা।
- অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় এমন ভুলসহ কিরাত পড়া।[২]

নামাযে অনুচিত বা মাকরূহ কাজসমূহ :

- কাপড় পরিধান না করে শরীরে ঝুলিয়ে রাখা।
- ময়লার ভয়ে কাপড় গুটিয়ে রাখা।
- কাপড় বা শরীর অহেতুক নাড়াচড়া করা।
- ঘরোয়া বা কাজের পোশাকে নামায পড়া।
- ইস্তিঞ্জার বেগ নিয়ে নামায পড়া।
- আঙুল ফোটানো।
- কোমরে হাত রাখা।
- এদিক-সেদিক তাকানো।
- হাই তোলা।
- চোখ বন্ধ করে রাখা।
- ইমামের একেবারে মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো।
- কাপড়ে প্রাণীর ছবি থাকা।
- কোনো সুন্নত বা মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়া।

[১] তানবীরুল আবসার

[২] আদদুররুল মুখতার

- সাপ ইত্যাদি মেরে ফেলার জন্য নামায ছেড়ে দেয়া বৈধ। কোনো বিপদগ্রস্ত, ডুবে যেতে থাকা বা আগুনে পড়ে যাওয়া ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য নামায ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব।
- কিবলার দিকে পা দেয়া।
- সামান চুরির সম্ভাবনা না থাকলে মসজিদ তালা দিয়ে রাখা।
- মসজিদকে যাতায়াতের পথ বানানো।[১]

[১] আদদুররুল মুখতার

চতুর্দশ দিন

সালাত ক্লাস-৫

সালাতের তাসবীহ ও দোয়াসমূহ :

১. তাকবীরে তাহরীমার পর সানা :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

২. রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

৩. সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

৪. রুকু থেকে ওঠার পর দোয়া :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

৫. তাশাহহুদ :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

৬. দরূদে ইবরাহীমী :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৭. দোয়া মাসূরা :

اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৮. দোয়া কুনূত :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ونشكرك وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

পঞ্চদশ দিন

মশকে আমলী-১ :

- প্রশিক্ষক হাতে হাতে ধরে নামায শেখাবেন।
- প্রয়োজনীয় দোয়া ও তাসবীহ শুদ্ধভাবে পড়তে শেখাবেন।

ষোড়শ দিন

জীবনঘনিষ্ঠ কিছু ফরয বিধান

১. হালাল খাবার : ইসলামে হালাল খাবারের প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, অনেক কম বিষয়ের প্রতিই এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল আমল, নামায, যিকর, তাসবীহ, দোয়া সবকিছু কবুল হওয়া নির্ভর করে হালাল খাওয়ার উপর। আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে এবং মুমিনদেরকে হালাল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু খাও এবং নেক আমল কর।[১]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও।[২]

হালাল খেলে আমল কবুল হয়। দোয়া কবুল হয়। হারাম খেলে সব আমল বরবাদ হয়ে যায়। হালাল সৌভাগ্য হারাম দুর্ভাগ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

আল্লাহ পবিত্র আর পবিত্র ব্যতীত তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না।[৩]

---

[১] সূরা মুমিনূন : ৪১

[২] সূরা বাকারা : ১৭২

[৩] সহীহ মুসলিম-১০১৫

তাবিয়ী ইউসুফ বিন আসবাত বলেন, কোনো যুবক যখন ইবাদত করতে শুরু করে তখন ইবলিস তার শিষ্যদেরকে বলে, তোমরা দেখ তার খাবার হালাল নাকি হারাম। যদি তার খাবার হারাম হয় ইবলিস বলে, তার ব্যাপারে তোমাদের মনোযোগ দেয়ার দরকার নেই। তোমাদের যে ইবাদত নষ্ট করার কাজ, সেটা সে নিজেই করে ফেলেছে।

২. পর্দা : মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রভাব সৃষ্টির অন্যতম প্রধান পথ দৃষ্টি। চোখ দিয়ে মন্দ জিনিস দেখলে সেটা মনের কুচাহিদা বাস্তবায়নের দিকে এগোতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নারী-পুরুষ উভয়কে চোখের হেফাযত করতে বলেছেন–

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য অধিক পরিশুদ্ধির মাধ্যম। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

[১] সূরা নূর-৩০,৩১

নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং অন্তর সবকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[১]

সহীহ মুসলিমে নবী সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত,

فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

দৃষ্টি চোখের যিনা, শোনা কানের যিনা, কথা জবানের যিনা। অন্তর আসক্ত হয় এবং চাইতে থাকে এরপর লজ্জাস্থান সেটাকে বাস্তবায়ন করে বা বাতিল করে।[২]

অন্তরকে পবিত্র করতে হলে, আল্লাহর মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে হলে চোখের হেফাযত করতে হবে। ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন, চোখ হেফাযত করলে অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। চোখের হেফাযতের প্রধান দিক হলো নিজের মধ্যে, নিজের পরিবারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা। নিজের স্ত্রী, মা, দাদী, বোন, ভাগ্নী, ভাতিজী, ফুফু, খালা, দুধমা, দুধবোন, শ্বাশুড়ি, পালিত কন্যা, পুত্রবধু, পিতার অন্য স্ত্রী এই নারীদের ব্যতীত অন্য কোনো বেগানা নারী দেখা জায়েয নেই। চাচাতো বোন, মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, ভাবী এদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম। ঘরের পর্দা ছাড়াও পথে-ঘাটে চলাফেরা করার সময়, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চোখের হেফাযত করা ও দৃষ্টি নত রেখে পথ চলা জরুরি।

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা : আমাদের সমাজে একটি মজলুম ফরয আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। আজকাল আমরা নিজেদের মধ্যে ডুবে গেছি।

[১] সূরা ইসরা-২৬

[২] সহীহ মুসলিম-২৬৫৭

আত্মীয়তদের সাথে যোগাযোগ রাখার ফুরসত মেলে না আমাদের। অথচ আত্মীয়তা রক্ষা করা একটি ফরয বিধান। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, সম্পর্ক বা যোগাযোগ না রাখা হারাম। এবং কুরআনের ভাষায় এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

তোমরা যদি কর্তৃত্ব পাও তবে কি তোমরা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ এমন লোকদেরকে অভিশম্পাত করেছেন, তাদেরকে বাঁদর বানিয়ে দিয়েছেন। এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধ করে দিয়েছেন।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ

আত্মীয়তা মহান আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে— যে আমাকে জুড়ে রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[২]

আমাদের বেশির ভাগ এমন যে, যারা আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের সাথে আমরাও সম্পর্ক রাখি। যারা দূরে থাকে তাদের সাথে আমরাও সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখি না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

[১] সূরা মুহাম্মাদ : ২২, ২৩

[২] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে।[১]

কেউ অসুস্থ হরে তাকে দেখতে যাওয়ার প্রচলনও আমাদের মধ্যে কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

কোনো মুসলিম যখন অন্য অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের ফলমূল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।[২]

[১] সহীহ বুখারী-৫৯৯১

[২] সহীহ মুসলিম

সপ্তদশ দিন

মশকে আমলী-২ :

- প্রশিক্ষক হাতে হাতে ধরে নামায শেখাবেন।
- প্রয়োজনীয় দোয়া ও তাসবীহ শুদ্ধভাবে পড়তে শেখাবেন।

অষ্টদশ দিন

আখলাক ক্লাস-১

আখলাকের পরিচিতি, ফযীলত ও গুরুত্ব

ইসলামে আখলাক বা উত্তম চরিত্রের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং বান্দার হকও আদায় করে। ইসলামধর্ম শুধু নামায-রোযার ধর্ম নয়। বরং এতে মানুষের সাথে উত্তম আচরণ ও সুন্দর লেনদেনের নির্দেশ দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি নামাযী-রোযাদার কিন্তু তার আচরণ ভালো নয়, চরিত্র ভালো নয়, তাহলে সে কোনোভাবেই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না।

আখলাকের পরিচয় :

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলেন— উত্তম চরিত্র হলো, হাসিখুশি চেহারা, উত্তম আচরণ এবং অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, উত্তম চরিত্র হলো ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা। হাসান বসরী রহ. বলেন, প্রকৃত ভালো চরিত্র হলো মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানুষকে কোনোরূপ কষ্ট না দেয়া এবং চেহারায় হাসিভাব বজায় রাখা।[১]

ফযীলত ও গুরুত্ব :

কুরআন ও হাদীসে উত্তম চরিত্রের বহু গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নামাযের নির্দেশের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

[১] আলুখা নেট

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

তোমরা মানুষের সাথে উত্তমরূপে কথা বল এবং নামায প্রতিষ্ঠা কর।[১]

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা এবং সমঝোতা করে নেয়, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।[২]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

ক্ষমাব্রত গ্রহণ কর, সৎ কাজের আদেশ কর এবং জাহিলদের উপেক্ষা কর।[৩]

হাদীসসমূহ:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

কিয়ামতের দিন মীযানে উত্তম চরিত্রের চেয়ে বেশি ওজন আর কোনো কিছু হবে না।[৪]

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ»

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন জিনিস মানুষকে সবচে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তাকওয়া এবং

[১] সূরা বাকারা-৮৩
[২] সূরা বাকারা-৪০
[৩] সূরা আরাফ-১৯৯
[৪] সুনান আবু দাউদ-৪৭৯৯

উত্তম চরিত্র। জিজ্ঞেস করা হল, কোন জিনিস সবচে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? বললেন, জবান ও লজ্জাস্থান।[১]

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

মুমিনদের মধ্যে সবচে পূর্ণ মুমিন হল ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম। আর যে স্ত্রীদের নিকট শ্রেষ্ঠ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ।[২]

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্র দ্বারা রোযাদার ও নামাযী ব্যক্তির সওয়াব হাসিল করতে পারে।[৩]

এমন আরও অসংখ্য বর্ণনা কুরআন হাদীসে রয়েছে। অনেকের নামায, রোযা, ইবাদত অনেক করেন। কিন্তু মানুষের সাথে তার আচরণ ভালো থাকে না। শুধু ইবাদত নিয়ে চরিত্রের সওয়াব লাব করা যায় না। কিন্তু চরিত্র দিয়ে ইবাদতের সওয়াব লাভ করা যায়। তাই আমাদের উচিত নিজেদের আমল সংশোধন করার পাশাপাশি চরিত্র সংশোধন করায় পূর্ণ মনোযোগী হওয়া।

[১] সুনান তিরমিযী-২০০৪
[২] সুনান তিরমিযী-১১৬২
[৩] সুনান আবু দাউদ-৪৭৯৮

ঊনবিংশতিতম দিন

আখলাক ক্লাস-২

১. মুচকি হাসি (الابتسامة)

উত্তম চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো হাসিমুখে থাকা। মানুষের হাসিমুখে কথা বলা, মুচকি হাসা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক বেশি মুচকি হাসতেন।

ক. আবদুল্লাহ বিন হারিস রা. বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অধিক মুচকি হাসতে আমি কাউকে দেখি নি।[১]

হাসিমুখে কথা বললে অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। মানুষ খুশি হয়। সদকার সওয়াব পাওয়া যায়।

খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

কারো সামনে মুচকি হাসি দেয়া তোমার জন্য একটি সদকা।[২]

মুচকি হাসিতে দুশ্চিন্তা দূর হয়। দাওয়াতি কাজে মানুষ দ্রুত সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

[১] সুনান তিরমিযী-৩৬৪১

[২] সুনান তিরমিযী

মুচকি হাসি আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। পরিচিত-অপরিচিত মানুষের সাথে হাসিখুশির সাথে আচরণ করা। বিশেষত সন্তান ও পরিবার পরিজনের সাথে। অনেকে এমন থাকেন যে, তিনি সবার সাথে হাসিমুখে আচরণ করেন কিন্তু নিজের পরিবারের সাথে কর্কশ ভাষায়, গোমড়া মুখে কথা বলেন। এমনটি করা উচিত নয়।

২. সত্যবাদিতা (الصدق)

সত্যবাদিতা মুমিনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর মিথ্যা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। সত্য বলার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।[১]

সত্য বলা আল্লাহর বিশেষ গুণ। সকল নবী-রাসূল এবং নেককার বান্দাদের গুণ। আল্লাহ বলেন,

قل صدق الله

হে নবী! আপনি বলুন আল্লাহ সত্য বলেছেন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

[১] সূরা তাওবা-১১৯

[২] সূরা আলে ইমরান-৯৫

সত্য বলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা সত্য নেক কাজে পথ দেখায়। আর নেক কাজ জান্নাতের পথ দেখায়।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন,

كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ

প্রত্যেক পবিত্র ও সাদা দিলের মানুষ ও সত্যবাদী।[২]

সত্যবাদী লোক সর্বোত্তম হওয়া ছাড়াও সত্যের আরো অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। যেমন দোয়া কবুল হওয়া ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হওয়া, আত্মার প্রশান্তি, নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইত্যাদি।

৩. আমানতদারিতা (الأمانة)

আমানতদারিতা একটি সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আমানতদারিতা থাকলে মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে মিল-মুহাব্বত তৈরি হয়। অন্যথায় ঝগড়া-ফাসাদ হয়, মারামারি হয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ফলে সমাজে শান্তি বলতে কিছু থাকে না। আমানদারিতার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে বহু নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

[১] সহীহ মুসলিম-২৬০৭

[২] ইবনে মাজাহ-৪২১৬

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতগুলোকে সেগুলোর হকদারের কাছে পৌঁছে দাও।[১]

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

গফল সেই সকল মুমিন, যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

উম্মতের মধ্যে সর্ব প্রথম আমানতদারিতার গুণ নষ্ট হবে।[৩]

إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ

তোমাদের দীন থেকে সর্ব প্রথম আমানতদারিতাকে হারিয়ে ফেলবে।[৪]

* আমানতদারিতা শুধু কারো জিনিস ঠিকঠিক পৌঁছে দেয়া নয়। বরং আমার দায়িত্ব-কর্তব্য সবকিছু আমানত। আমার জীবন, অর্থ সম্পদ, পরিবার, সন্তানাদি, ইবাদত-বন্দেগী সবই আমানত। কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি এগুলোর সঠিক ব্যবহার করেছি কি না।

৪. বিনয় (التواضع)

[১] সূরা নিসা-৫৮
[২] সূরা মুমিনূন-৮
[৩] মুসনাদে আহমাদ-১৩১৯৯
[৪] মুস্তাদরাক হাকিম-৮৫৩৮

বিনয় হলো অহংকারের বিপরীত। অহংকারের কারণে বান্দা আল্লাহর নিকট যেমন নিকৃষ্ট ও মর্যাদাহীন হয়ে যায়। তেমনই বিনয়ের দ্বারা সে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হতে পারে।

বিনয় হলো কোনো ব্যক্তি তার অবস্থান ও মর্যাদা অনুযায়ী যতটুকু মূল্যায়িত হওয়া উচিত তারচেয়ে কম মূল্যায়নে সন্তুষ্ট থাকা। (الذريعة إلى مكارم الشريعة)

বিনয় একটি প্রশংসনীয় গুণ। বিনয়ী ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয়। কেউ দাওয়াত দিলে গ্রহণ করে। মানুষের সাথে উত্তম ও নম্র আচরণ করে। দান-সদকা করে।

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিনয়ের নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবী আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি নম্র হোন।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

আপনি বিনয়ীদের সুসংবাদ দিন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

[১] সূরা শুয়ারা-১১৫

[২] সূরা হাজ্জ-৩৪

যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ، لَأَجَبْتُ

যদি আমাকে একটি বাহু কিংবা একটি পায়ের নলির জন্য দাওয়াত করা হয় তবুও আমি সে দাওয়াতে সাড়া দেব।[২]

বিনয়ে একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর সাথে বিনয় হলো ইবাদতকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করা। মানুষের সাথে বিনয় হলো তার সাথে নম্র আচরণ করা, অহংকার না করা।

৫ ধৈর্য (الصبر)

ধৈর্য একজন মুসলিমের জীবনের সৌন্দর্য। দুনিয়ার জীবনটাই সুখ-দুঃখের। দুনিয়াতে কেউ সবসময় সুখে থাকতে পারে না। দুঃখ আসেই। ধৈর্য ধরলেও দুঃখ আসবে। না ধরলেও আসবে। তবে ধৈর্য ধরলে আল্লাহর কাছে এর বিনিময় পাওয়া যায়। মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। ধৈর্য হলো, অন্তরকে অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টি থেকে মুক্ত রাখা। জবানকে অভিযোগ থেকে এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গকে শরীরে আঘাত বা কাপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

[১] সহীহ মুসলিম-২৫৮৮

[২] সহীহ বুখারী-২৫৬৮

আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।[১]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো যতক্ষণ না জানবো তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং ধৈর্যশীল।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

মুমিন বিষয়টি কতইনা আশ্চর্যের। তার সবকিছুতেই কল্যাণ। যে যদি কিছুতে আনন্দিত হয়ে শুকরিয়া আদায় করে তাতেও তার কল্যাণ। সে যদি কিছুতে দুঃখ পেয়ে ধৈর্য ধারণ করে তাতেও তার কল্যাণ। মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি হয় না।[৩]

রাসূলুল্লাহ বলেন,

مَا يَزَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

মুমিন নারী পুরুষের জীবন, সম্পদ, সন্তান ও সম্পদে বিপদাপদ আসতে থাকে। এক সময় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে, তার কোন গোনহই অবশিষ্ট থাকে না।[৪]

[১] সূরা বাকারা-১৫৫
[২] সূরা মুহাম্মাদ-৩১
[৩] সহীহ মুসলিম-২৯৯৯
[৪] সুনান তিরমিযী

বিপদাপদে যেমন ধৈর্য প্রয়োজন হয়, তেমনই ইবাদত করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেও অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছুতে ধৈর্য ধরে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে।

বিংশতিতম দিন

আখলাক ক্লাস-৩

১. দয়া (الرحمة)

দয়া-মায়া একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তার নিজের রহমতের একশো ভাগ থেকে একভাগ রহমত দুনিয়াতে দিয়েছেন। যে দয়া করল সে আল্লাহর গুণকে নিজের ভেতর ধারণ করল। কুরআন হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় দয়া ও মমতার নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আমার রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।[১]

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

তোমাদের রব নিজের উপরে দয়া করাকে আবশ্যক করে নিয়েছেন।[২]

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। رحماء بينهم মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি দয়াশীল।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমিনদেরকে পরস্পরের প্রতি দয়াশীল হতে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন,

[১] সূরা আরাফ-১৫৬
[২] সূরা আনআম-৫৪
[৩] সূরা ফাতহ-২৯

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

সম্প্রীতি ও দয়ায় মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো। যদি একটি অঙ্গ ব্যাথাপ্রাপ্ত হয়। তাহলে পুরো শরীর রাত্রিজাগরণ এবং উত্তপ্ত হয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে থাকে।[১]

রাসূলুল্লাহ বলেছেন—

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হয় না।[২]

সুতরাং দয়া, মমতা ও স্নেহের গুণ আমাদের মধ্যে অর্জন করতে হবে। নিজের প্রতি, সন্তানের প্রতি, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, সকল মানুষ ও প্রাণীকুলের প্রতি দয়াবান হতে আমাদের কুরআন হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. সহনশীলতা ও ক্ষমা (الحلم والعفو)

সহনশীলতা হলো নিজের রাগ ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর ক্ষমা হলো, রাগকে দমন করা এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণের পর কোনো প্রতিক্রিয়া না করা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া। কোনো অভিযোগ না করা। সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণ অত্রন্ত উন্নত ও মহান চারিত্রিক গুণ। কুরআন ও হাদীসে এই গুণের অজস্র প্রশংসা হয়েছে এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

[১] সহীহ মুসলিম-২৫৮৬

[২] বুখারী-৫৯৯৭, মুসলিম-২৩১৮

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(হে নবী!) আপনি ক্ষমাশীলতা গ্রহণ করুন, সদাচরণের আদেশ দিন এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা করুন।[১]

২. মুত্তকীনদের মধ্যে যারা নিজেদের ক্রোধকে দমন করে মানুষকে ক্ষমা করেন, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন,

وَاللهُ يُحِبُّ المحْسِنِينَ

আল্লাহ সংকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[২]

৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল কাইস গোত্রের আশাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার মধ্যে দুটো গুণ রয়েছে। যা আল্লাহ ভালোবাসেন, সহনশীলতা এবং ধীরস্থিরতা।[৩]

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন ক্ষমা ও সহনশীলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষমার দৃষ্টান্ত মক্কার বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের মাফ করে দেয়া। যারা তাঁকে প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত গর্হিতভাবে কষ্ট দিয়ে আসছিল। এছাড়া এক বেদুইন রাসূলুল্লাহর চাদর টান দিয়ে ঘাড়ে দাগ কওে ফেলেছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ক্ষমা করে দেন। উহুদের যুদ্ধে তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েও তিনি প্রতিশোধ নেননি।

[১] সূরা আরাফ-১৯
[২] সূরা আলে ইমরান-১৩৪
[৩] সহীহ মুসলিম

* বর্তমান সময়ে যখন মানুসে মানুষে এতো অমিল হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা তখন রাসূলুল্লাহর এই ক্ষমা ও সহনশীলতার আদর্শ আমাদের আরও বেশি অনুসরণীয় ও প্রয়োজনীয়।

৩. নম্রতা (الرفق)

নম্রতা মানব-চরিত্রের একটি মহোত্তমত গুণ। আল্লাহ এবং তার রাসূল নম্রতা পছন্দ করেন। নম্রতা মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়ার অন্যতম প্রধান উপায়। কোনো পরিবারের কর্তা বা যে কোনো পর্যায়ের নেতৃত্বে যদি নম্রতা থাকে তবেই তাদের মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের প্রতি নম্র হতে পেরেছেন। আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তবে তারা আপনার থেকে দূরে সরে যেতো।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

আল্লাহ তায়ালা নম্রতা পছন্দ করেন। এবং নম্রতার কারণে এমন অনেক কিছু দান করেন যা কঠোরতার কারণে দেন না।[২]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

[১] সূরা আলে ইমরান-১৫৯

[২] সহীহ মুসলিম-২৫৯৩

مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ

যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হলো তাকে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হলো।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

আল্লাহ যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান তখন তাদের মধ্যে নম্রতা ঢেলে দেন।[২]

* ধর্মপালনে নম্রতা হলো, একবারে অনেক আমল শুরু করে ধীরে ধীরে আমলের পমিাণ বাড়ানো। এছাড়া নম্রতা অবলম্বন করতে হবে, পরিবার, সন্তান, প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব, সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ, যে কোনো দায়িত্ব পালন, জীবজন্তু ইত্যাদির সাথে।

৪. ধীরতা (الأناة)

যে কোনো কথা, কাজ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় তাড়াহুড়া না করে স্থিরতা বজায় রাখা একজন মানুষের উৎকৃষ্ট গুণ। কুরআন ও হাদীসে এ গুণ অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

[১] সুনান আবু দাউদ-৪৮০৯

[২] মুসনাদে আহমাদ-২৪৪২৭

হে ঈমানদারগণ আল্লাহর রাস্তায় চলার, যাচাই করে নিও। কেউ সালাম দিলে তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও।[১]

এখানে তাড়াহুড়ো করে কারো ব্যাপাওে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট কোন ফাসেক সংবাদ নিয়ে আসলে তোমরা যাচাই করে নেবে।[২]

এ আয়াতে যাচাই ব্যতীত তাড়াহুড়ো করে কোনো সংবাদ বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল কায়স গোত্রের আশাজকে বলেছিলেন-

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ

নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দুটো গুণ রয়েছে যা আল্লাহ ভালোবাসেন। সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।[৩]

তাড়াহুড়োকারী ব্যক্তি জানার আগে কথা বলে, বুঝার আগে উত্তর দেয়, চিন্তা করার আগে সিদ্ধান্ত নেয়। যাচাই না করে প্রশংসা করে, খোঁজ না নিয়ে বদনাম করে- ফলে সে লজ্জিত হয়।

---

[১] সূরা নিসা-৯৪

[২] সূরা হুজুরাত-৬

[৩] সহীহ মুসলিম-২৫

৫. অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া (الإيثار)

বিভিন্ন বিষয়ে নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া এটি কেবল মহান মানুষেরাই পারেন। অগ্রাধিকার প্রদানের অর্থ হলো— কোনো স্বার্থ লাভ, ক্ষতি থেকে বাঁচা ইত্যাদি অপর ভাই এগিয়ে দেয়া। নিজের লাভটা পরে নেওয়া। কুরআনে অগ্রাধিকার দেওয়াকে আনসার সাহাবীদের বিশেষ গুণ হিসাবে উল্লেক করে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তাদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা প্রিয় বস্তু ব্যয় কর।[২]

অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া বা 'ঈসার করা' এমন গুণ যা ব্যক্তির অন্তরের স্বচ্ছতা, লোভহীনতা এবং আখিরাতের কল্যাণের প্রতি অত্যাধিক আগ্রহী হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ সদকা উত্তম? তিনি বললেন,

[১] সূরা হাশর-৯
[২] সূরা আলে ইমরান-৯

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ

সুস্থ, সম্পদের প্রতি আগ্রহ এবং দারিদ্রের ভয় থাকার সময়ে যে দান করা হয়, সে দানই শ্রেষ্ঠ।[১]

* আল্লাহর প্রতি ইয়াকিন, মৃত্যুর স্মরণ এই গুণ অর্জনে সহায়ক।

* আল্লাহর অগ্রাধিকার হলো, নিজের আরাম আয়েশের উপর আল্লাহর ইবাদতকে প্রাধান্য দেয়া। কষ্ট হলেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

[১] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

একবিংশতিতম দিন

আখলাক ক্লাস-৪

১. পারস্পরিক সহযোগিতা (التعاون)

মানুষকে সহযোগিতা করা, ইকরাম করা একটি মহৎ গুণ। সহযোগিতা দুইভাবে হয়, কল্যাণকর কাজে করতে সহযোগিতা করা, মন্দ কাজে না করতে উপদেশ দিয়ে কিংবা বাধা দিয়ে সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। অন্যায় ও সীমালংঘনে একে অন্যকে সাহায্য করো না।[১]

আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

মুমিন পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের বন্ধু।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْمُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

একজন মুমিন অন্য মুমিনের জন্য একটি ভবনের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[৩]

---

[১] সূরা মায়িদাহ-২

[২] সূরা তাওবাহ-৭১

[৩] সহীহ বুখারী-৪৮১, ২৪৪৬, সহীহ মুসলিম-২৫৮৫

রাসূলুল্লাহ বলেন,

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

কোনো বান্দা যতক্ষণ অপরকে সাহায্য করে, তখন আল্লাহও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।[১]

* পারস্পরিক সাহায্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সামাজিক কাজকর্মে সহযোগিতা। জ্ঞানার্জন, দাওয়াত, ইবাদত, ঝগড়া মিটানো ইত্যাদি কাজে সহযোগিতা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে নববী নির্মাণ, খন্দক যুদ্ধে গর্ত খননসহ বিভিন্ন সময়ে সাহাবাদের পারস্পরিক কাজে সহযোগিতা করেছেন। সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও শৃংখলা তৈরি হয়।

২. অল্পেতুষ্টি (القناعة)

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, আমাদের যতই থাকুক আমাদের আরও চাই, আরও চাই। চলার মতো যথেষ্ট সম্পদ থাকার পরও আমার উপার্জন অন্যজনের চেয়ে কম কেন, এই দুশ্চিন্তা থাকে আমাদের মনে। সমাজের এই হালতের অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন করা অত্যন্ত দরকারি বিষয়। আমার যতটুকু আছে তা নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিতে পারি, হালালের উপর রাজি থেকে হারামের দিকে না যাই, অন্তরে কোনো, অভিযোগ, অসন্তোষ না থাকে তাহলে এটা হবে খুবই ভালো গুণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

[১] সহীহ মুসলিম-২৬৯৯

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করেন, সেটা আটকানোর কেউ নেই। আর যা আটকে দেন তা আল্লাহর পর প্রেরণকারী কেউ নেই।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিবজীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

সে ব্যক্তি সফল যে ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে পরিমিত পরিমাণ রিযিক দেয়া হলো এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে সন্তুষ্ট করলেন।[৩]

৪. রাসূলুল্লাহ আরও বলেন,

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ

[১] সূরা ফাতির-৩৫
[২] সূরা ত্বাহা-১৩১
[৩] সহীহ মুসলিম-১০৫৪

আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারিত করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো। তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠ ধনী হবে।[১]

* রিযিক নির্দিষ্ট। তাকদীরে যতটুকু আছে ততটুকুই পাওয়া যাবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হালাল পথে থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। বাকিটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া।

লজ্জাশীলতা (الحياء)

লজ্জা শুধু নারীর ভূষণ নয়, বরং মানবচরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক। মানুষ লজ্জার কারনেই মানুষ। অন্যথায় সে পশুতে পরিণত হতো। লজ্জাশীলতা হলো, যা মানুষকে গুনাহ ও অন্যায় থেকে বাঁচতে সাহায্য করে, কারো হক বিনষ্ট করতে বাধা দান করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[২]

রাসূলুল্লাহ আরো বলেন,

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

লজ্জা কেবল কল্যাণই নিয়ে আসে।[৩]

একবার এক আনসার সাহাবী তার ভাইকে লজ্জা না করতে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ শুনে বললেন,

---

[১] সুনান তিরমিযী-২৩০৫

[২] সুনান নাসায়ী-৫০০৬

[৩] সহীহ বুখারী-৬১১৭, সহীহ মুসলিম-৬০

دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অংশ।[১]

সাঈদ বিন ইয়াযিদ রা. রাসূলুল্লাহকে বললেন, আমাকে ওসিয়ত করুন। প্রিয়নবী বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের নেককার লোকটির সামনে তুমি যেমন লজ্জাবোধ কর, তেমনই আল্লাহ থেকেও লজ্জাবোধ কর।[২]

* লজ্জাশীলতার অন্তর্ভুক্ত হলো নিজের সুনাম নষ্ট হতে না দেয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ তার স্ত্রী সাফিয়্যার সাথে রাতে হাঁটছিলেন। দুজন সাহাবী সেদিক দিয়ে গেলে তাদেরকে বললেন, এ হলো আমার স্ত্রী সাফিয়্যা। যেন তাদের মনে কুধারণা না আসে এবং রাসূলুল্লাহর সুনাম নষ্ট না হয়।

* লজ্জা হলো অশ্লীলতা ও কবীরা গুনাহ তেকে বেঁচে থাকা। যেমন হযরত ইউনুস আ. বেঁচে ছিলেন। লজ্জা হলো নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করা। ঘরের কথা বাইরে না বলা। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করা। জ্ঞানার্জনে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে বিরত থাকার নাম লজ্জাশীলতা নয়।

দুনিয়া-বিমুখতা (الزهد)

দুনিয়াবিমুখতা নবী-রাসূলদের গুণ। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা থেকে দূরে থাকা এবং আখিরাত ও জান্নাত লাভের চিন্তায় মশগুল থাকা দুনিয়া অস্থায়ী ও ধ্বংশশীল আর আখিরাত চিরস্থায়ী। বিখ্যাত ইউনুস বিন মাইসারা বলেন, হালালকে হারাম বানানো, সম্পদ নষ্ট করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়। প্রকৃত

[১] সহীহ বুখারী-২৪

[২] মুসনাদে আহমদ

দুনিয়াবিমুখতা হলো নিজের কাছে থাকা উপায়-উপকরণের চেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা বেশি থাকা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ঘুম থেকে উঠলে তার পিঠে চাঁটাইয়ের দাগ দেখা গেল। সাহাবাগণ তাঁকে বিছানা ব্যবহার করলে তিনি বললেন,

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক। আমি দুনিয়াতে সেই পথিকের মতো, যে কোনো গাছের নিচে আশ্রয় নেয় এরপর সে গাছ ছেড়ে চলে যায়।[১]

রাসূলুল্লাহ আরও বলেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

যদি আল্লাহর নিকট দুনিয়া মশার ডানা পরিমাণও মূল্য রাখতো, তবে কোনো কাফিরকে এক ফোঁটা পানিও পান করাতেন না।[২]

দুনিয়াবিমুখতা অর্জনের পথ হলো, এমন দৃষ্টিভঙ্গি— দুনিয়া অস্থায়ী ও অচিরেই শেষ হয়ে যাবে, দুনিয়ার যা কিছু পাওয়ার তাকদীরে থাকলে সেটা অবশ্যই পাওয়া যাবে, আখিরাত চিরস্থায়ী এবং আমাকে অচিরেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসাই সকল গুনাহের মূল।

[১] সুনান তিরমিযী-২৩৭৭

[২] সুনান তিরমিযী-২৩২০

অন্যর দোষ গোপন করা (كتمان العيب)

আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নামের একটি হলো সাত্তার। অর্থাৎ দোষ গোপনকারী। আল্লাহ যেমন তার বান্দাদের দোষ গোপন করেন। তেমনই তিনি চান তার বান্দারাও একে অপরের দোষ গোপন করুক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ। গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং কেউ কারো গীবত করো না।[১]

আল্লাহ আরও বলেন,

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

আল্লাহ কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ পছন্দ করেন না।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ

[১] সূরা হুজুরাত-১২
[২] সূরা নিসা-১৪৮

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। আর যে ব্যক্তি কারও দোষ প্রকাশ করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করেন এবং সে দোষ দ্বারা তার ঘরেই তাকে লাঞ্ছিত করেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ

আল্লাহ তায়ালা লজ্জা ও দোষ গোপন করাকে পছন্দ করেন।[২]

* কেউ যদি নিজের দোষের প্রতি খেয়াল রাখে, অন্যের দোষ গোপন রাখার ফযীলত জানে এবং কারও দোষ প্রকাশ করলে নিজের অপমানিত হওয়ার ভয় করে তবে এ ধরণের অভ্যাস থেকে তার জন্য বেঁচে থাকা সহজ হয়।

[১] সুনান ইবনে মাজাহ
[২] মুসনাদে আহমাদ

অষ্টদশ দিন

আখলাক ক্লাস-৫

স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান ও প্রতিবেশীর হক :

সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলার একটি বড় কারণ হলো, আমরা কেবল চিন্তা করি, অন্যের কাছে আমার কী প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আমরা খুব কমই চিন্তা করি, আমার নিকট অন্যের প্রাপ্য কী, আমরা যদি শুধু আমাদের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্যগুলো আদায় করি, তাহলেও সমাজের অন্তত অর্ধেক সমস্যা এমনিতেই মিটে যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের এটাও কর্তব্য যে, আমাদের উপর অন্যের হকগুলো কী কী সেটা জেনে আমল করা। আমরা এখানে কিছু হক সম্পর্কে আলোচনা করছি।

স্ত্রীর হক

- উত্তম আচরণ করা। নম্র ব্যবহার করা।
- সম্মান করা।
- জুলুম না করা।
- দীন শিক্ষা দেওয়া। দীন মানতে উৎসাহ দেওয়া।
- একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করা।
- শরীয়তের সীমালংঘন না হলে তার মানবীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করা।
- প্রহার ও নিন্দা না করা।
- তার সাথে বসা, গল্প করা, সময় দেওয়া।
- ফিতনার আশংকা না থাকলে বেড়াতে যেতে চাইলে অনুমতি দেয়া।
- জৈবিক চাহিদা পূরণ করা।
- সুধারণা রাখা।
- তার কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ না করা।
- ভরণ-পোষণ ও সামর্থ অনুযায়ী উত্তম থাকার ব্যবস্থা করা।

স্বামীর হক

১. বৈধ বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা।
২. নিজের সতিত্বের হেফাজত করা।
৩. স্বামীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।
৪. স্বামীর ঘর সংসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা।
৫. স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৬. স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করা।
৭. স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাইরে না যাওয়া।
৮. কোনো বিষয়ে স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর নীরব থাকা।
৯. স্বামীর সংসারে তার পিতামাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

মাতা-পিতার হক

১. উত্তম ও সদাচরণ করা।
২. আনুগত্য করা এবং ডাকলে সাড়া দেওয়া।
৩. সামর্থ অনুযায়ী তাদের জন্য খরচ করা।
৪. যে কোনো বিষয়ে তাদের অনুমতি ও পরামর্শ নেওয়া।
৫. তাদের নিকট যাওয়ার আগে অনুমতি নেয়া
৬. বার্ধক্যের সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া।
৭. তাদেও সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা না বলা, বেয়াদবি না করা।
৮. মৃত্যুর পর তাদের জন্য দুয়া করা।
৯. তাদের প্রিয় মানুষদের সাথে সদাচরণ করা।
১০. তাদের মানত পুরা করা। নামায, রোযা কাযা থাকলে সেগুলোর ফিদয়া দেওয়া। ঋণ পরিশোধ করা।

১১. তাদের নামে দান-সদকা করা।
১২. তাদের অবাধ্যতা না করা।
১৩. তাদের খেদমত করা।
১৪. কবর যিয়ারত করা।

সন্তানের হক

১. সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা।
২. আকীকা করা।
৩. সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করা।
৪. তাহনীক করা।
৫. খতনা করানো।
৬. সাধ্যমত খরচ করা।
৭. উত্তম চরিত্র ও শিক্ষায় গড়ে তোলা।
৮. দীন শিক্ষা দেয়া।
৯. উত্তম স্ত্রী নির্বাচন করা।
১০. সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করা।

প্রতিবেশীর হক

প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমাদের অবহেলা গুরুতর। বিশেষত যারা শহরে বাস করেন। ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তির প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ি তার প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত। পাশাপাশি বসবাস করলে সে প্রতিবেশী। সে যদি আত্মীয় হয় তার হক দুইটি। আত্মীয়তা এবং প্রতিবেশী হওয়া। এমনিভাবে চলার পথে যে সফরসাথী হয় কিংবা কোনো স্থানে যে কোনো কাজের সাথী হয়, সেও প্রতিবেশী।

- উত্তম কথা বলা ও সুন্দর আচরণ করা
- হাদিয়া দেওয়া। তরকারি বা যে কোনো কিছু।
- পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতা করা, নিজের কতক হক ছেড়ে দেয়া।
- তার ইজ্জতের হেফাজত করা
- সমস্যা দূর করা ও প্রয়োজন মেটানো।
- কোন জমি ইত্যাদি বিক্রিতে প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ঋণ চাইলে ঋণ দেওয়া।
- দীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া, মসজিদে ও যিকিরের মজলিসে সাথে রাখা।
- সুধারণা রাখা।
- কষ্ট না দেওয়া।
- সাউন্ড, টেলিভিশন ইত্যাদির আওয়াজে কষ্ট না দেওয়া।
- গাছ লাগিয়ে বা দেয়াল তুলে কষ্ট না দেয়া।
- প্রতিবেশীর কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা।
- দেখা হলে সালাম দেওয়া।
- অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া।
- মৃত্যু হলে জানাযায় উপস্তিত হওয়া।
- তার দুঃখে দুঃখী হওয়া। খুশিতে খুশি হওয়া।

ত্রিবিংশতিতম দিন

বর্জনীয় কিছু বিষয়

আমরা ইতোপূর্বে উত্তম চরিত্রের অনেকগুলো দিক আলোচনা করেছি। যেগুলো আমাদের করণীয়। করণীয় বিষয়ের পাশাপাশি কিছু বর্জনীয় বিষয়ও থাকে । যেগুলো বর্জন না করলে চরিত্র পূর্ণতা পায় না। ফুটো কলসীতে পানি রাখার মতো হয়ে যায়। আজ আমরা কিছু বর্জনীয় বিষয় আলোচনা করবো ইন-শা-আল্লাহ।

গীবত : গীবত বা অন্যের দোষচর্চা বর্তমানে আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক ব্যাধি। অথচ কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক করা হয়েছে। গীবতের অনেক বড় একটি ক্ষতি হলো, কারও গীবত করা মানে তার হক নষ্ট করা। আখিরাতে সওয়াব দিয়ে সেই হক আদায় করতে হবে। সওয়াব না থাকলে সেই ব্যক্তির গুনাহ নিজের ঘাড়ে আসবে। এভাবে দেখা যাবে যে, কেউ নিজের আমলে জান্নাতের যোগ্য ছিল। কিন্তু অন্যের হক নষ্ট করার কারণে তাকে নিজের সওযাব দিয়ে এবং তার গুনাহ বহন করে জাহান্নামী হতে হলো।

গীবত হলো অন্য ব্যক্তির এমন আলোচনা যা শুনলে সে ব্যক্তি অপছন্দ করবে। অনেকে গীবত করে বলেন, এই দোষ তো তার মধ্যে আছে। আমি তো সত্যই বলেছি। আসলে ব্যক্তির মধ্যে থাকা দোষের কথা বললেই তো গীবত হয়। সেই ব্যক্তির মাঝে যদি দোষ না থাকে এবং তার নামে মিথ্যা বলা হয় তবে তো সেটা হবে অপবাদ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

তোমরা একে অন্যের গীবত করো না।[১]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

ধ্বংস প্রত্যেক সেই ব্যক্তির, যে প্রকাশ্যে কিংবা আড়ালে নিন্দা করে।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

কোনো মুসলমানের নামে মন্দ বলাই কোনো ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম।[৩]

গালিগালাজ : মানুষ সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে যাবে জবান ও লজ্জাস্থানের কারণে। জবানের সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোর একটি হলো গালিগালাজ করা। গালিগালাজ করা একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। অথচ আজকাল গালি যেন আমাদের মুখের বুলি হয়ে গিয়েছে। মুখের ভাষা খারাপ হওয়া এবং গালিগালাজের কারণে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়। শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ঝগড়া-ফাসাদ হয়।

[১] সূরা হুজুরাত-১২
[২] সূরা হুমাযা-১
[৩] সহীহ মুসলিম-২৫৬৪

আল্লাহ বলেন,

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

(হে নবী!) আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথা বলে। শয়তান মন্দ কথার দ্বারা তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া পাপাচারিতা আর হত্যা করা কুফরি।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন,

الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ، يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ

গালিগালাজ করতে থাকা দু'জন ব্যক্তি শয়তান। তারা মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা বলে।[৪]

[১] সূরা ইসরা-৫৩
[২] সূরা বাকারা-৮৩
[৩] সহীহ বুখারী-৪৮
[৪] মুসনাদে আহমাদ-১৭৪৮৭

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা মানুষের সৃষ্টিগত অভ্যাস। মানুষ যখন দেখে অন্য মানুষ তার চেয়ে এগিয়ে গেছে বা এমন কিছু পেয়েছে যা সে পায়নি, তখন স্বভাবতই সেটা অর্জন করতে চায়। কিংবা চায় যে, অপর ব্যক্তি থেকে সে জিনিসটি দূর হয়ে যাক। অন্যান্য গুনাহের ইচ্ছা যেমন মানুষের মনে উদ্রেক হয়, তেমনই হিংসাও উদ্রেক হয়। তখন মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহর ভয়ে এবং নিজের জন্যই সে হিংসা থেকে বেঁচে থাকা। কাউকে কোনো জিনিস পেতে দেখেলে অনুরূপ জিনিস নিজের জন্য চাওয়াকে বলে ঈর্ষা। এটি বৈধ রয়েছে। কিন্তু যদি এই কামনা করা হয় যে, তার থেকে সেই জিনিসটি দূর হয়ে যাক তাহলে এর নাম হিংসা। এমনটি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الحَسَدَ يأكُلُ الحَسَناتِ كما تأكُلُ النَارُ الحَطَبَ

হিংসা নেক কাজকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন শুকনো কাঠকে ধ্বংস করে।[১]

রাসূলুল্লাহ আরো বলেন,

الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ، هِيَ الحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

হিংসা-বিদ্বেষ মুণ্ডনকারী। এটি চুল নয়, দীনকে মুণ্ডিয়ে দেয়।[২]

কাউকে হিংসা করার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা তাকে কেন এই নিয়ামত দিলেন সেজন্য অভিযোগ করা। অসন্তুষ্ট হওয়া। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই আমাদের উচিত হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকা।

---

[১] সুনান আবু দাউদ-৪৯০৩

[২] সুনান তিরমিযী-২৫১০

মিথ্যা : মিথ্যা বলা মহাপাপ। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, মুমিনের মধ্যে সব ধরণের গুণ থাকতে পারে কিন্তু মিথ্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার গুণ থাকতে পারে না। আয়েশা রা. বলেন, সাহাবাগণের নিকট মিথ্যার চেয়ে ঘৃণ্য কোনো চরিত্র ছিলো না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন,

إياكم و الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار

তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

[১] সূরা তাওবাহ-১০৭

[২] সহীহ বুখারী-৩৩, সহীহ মুসলিম-১০৭

ধ্বংস সেই ব্যক্তির যে লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার ধ্বংস। তার ধ্বংস।[১]

অহংকার : মানুষের সবচেয়ে খারাপ গুণের একটি হলো অহংকার। অহংকার হলো, নিজেকে অন্যেও চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। অন্যকে তুচ্ছ বা ছোট মনে করা। সত্য জেনেও কোনো কিছু মেনে না নেয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না। আল্লাহ ভালো জানেন কে বেশি পরহেযগার।[২]

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।[৩]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

অহংকার আমার চাদর। মহত্ত্ব আমার লুঙ্গি। যে এগুলোর কোনো একটি নিয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন,

---

[১] সুনান আবু দাউদ-৪৯৯০
[২] সূরা নজম-৩২
[৩] লুকমান-১৮
[৪] সুনান আবু দাউদ-৪০৯০

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ

যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১]

মানুষ যা নিয়ামত ভোগ করে সবই আল্লাহর দান। তার সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা, বংশমর্যাদা, যোগ্যতা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। কোনটাই নিজের কৃতিত্ব নয়। সুতরাং এগুলো নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

[১] সুনান আবু দাউদ-৪০৯১

অবশিষ্ট দিনগুলো

কর্মজীবীদের এই প্রশিক্ষণটির ব্যাপ্তি দুই মাস অব্যাহত থাকবে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে ক্লাস নেবেন। ত্রিবিংশতিতম দিনের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলোতে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের ত্রিশতম পারার শেষের দশটি সূরা তাজবীদসহ মুখস্থ করাবেন।